



## 49042 - যলিহজ্জরে দশদিনেরে ফযলিত

### প্রশ্ন

অন্যসব দিনেরে উপর যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দশদিনেরে কি বিশিষে ফযলিত আছে? এই দশদিনে য়ে নকে আমলগুলো বশেঁি বশেঁি পালন করা মুস্তাহাব সগেলো কি কি?

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যলিহজ্জরে প্রথম দশদিন ইবাদতরে মহান মটৌসুম। আল্লাহ তাআলা বছররে অন্যসব দিনেরে উপর এ দিনগুলোকো মরযাদা দয়িছেনে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে য়ে, তিনি বলনে: “অন্য য়ে কোন সময়রে নকে আমলরে চয়ে আল্লাহর কাছে এ দিনগুলোর তথা দশদিনেরে নকে আমল অধিকি প্রয়ি। তারা (সাহাবীরা) বলনে: আল্লাহর পথে জহিদও নয়!! তিনি বলনে: আল্লাহর পথে জহিদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বরয়ি পড়ে এবং কোন কিছু নিয়ে ফরেত না আসে সটো ভিন্ কথ।” [সহি বুখারী (২/৪৫৭)]

তাঁর থেকে আরও বরণতি আছে য়ে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে য়ে, তিনি বলনে: “আল্লাহর কাছে ঈদুল আযহার দশদিনে পালনকৃত নকে আমলরে চয়ে অধিকি পবতি্র ও অধিকি সওয়াবরে অন্য কোন আমল নহে। জজিৎসে করা হল- আল্লাহর রাস্তায় জহিদও নয়? তিনি বলনে: না; আল্লাহর রাস্তায় জহিদও নয়। তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বরয়ি পড়ে এবং কোন কিছু ছাড়া ফরেত আসে।” [সুনাতে দারমৌ (১/৩৫৭); হাদিসটির সনদ সহি, য়মেনটি উল্লেখ করা হয়ছে ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (৩/৩৯৮)]

এ সকল দললি ও অন্যান্য দললি প্রমাণ করে য়ে, এ দশটি দিন বছররে অন্য দিনগুলোর চয়ে উত্তম; এমনকি রমযানেরে শেষে দশ দবিসরে চয়েও উত্তম। তবে, রমযানেরে শেষে দশরাত্রি যলিহজ্জরে দশরাত্রির চয়ে উত্তম; য়েহেতু ঐ রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর আছে, য়ে রাতটি হাজার রাতরে চয়ে উত্তম। [দখুন: তাফসীরে ইবনে কাছীর (৫/৪১২)]

তাই একজন মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছ- খাঁটি তওয়া করার মাধ্যমে এ দিনগুলো শুরু করা। এরপর এ দিনগুলোতে অধিকি হারে সাধারণ সকল নকে কাজ করা এবং নমিনোকৃত আমলগুলোর উপর গুরুত্ব দয়ো:



১. রযোয়া রাখা: যলিহজ্জ মাসরে (প্রথম) ৯ দিন রযোয়া রাখা মুসলমিরে জন্য সুন্নত। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দশদিনে নকে কাজ করার প্রতিউদ্বুদ্ধ করছেন। রযোয়া রাখা নকে কাজরে অন্তর্ভুক্ত। রযোককে আল্লাহ তাআলা নজিরে জন্য নরিবাচন করছেন। হাদসি কুদসীতে এসছে- “বনী আদমরে সকল আমল তার নজিরে জন্য শুধু রযোয়া ছাড়া। রযোয়া আমারই জন্য। তাই আমি এর প্রতিদিন দবি।”[সহি বুখারী (১৮০৫)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যলিহজ্জ মাসরে ৯ দিন রযোয়া রাখতেন। হুনাইদা বনি খালদি থেকে তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনকৈ স্ত্রী থেকে বরণনা করনে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যলিহজ্জ মাসরে (প্রথম) ৯ দিন, আশুরার দিন ও প্রতিমাসে তিনিদিন রযোয়া রাখতেন। মাসরে প্রথম সোমবার ও প্রথম দুই বৃহস্পতিবার রযোয়া রাখতেন।[সুনানে নাসাঈ (৪/২০৫) ও সুনানে আবু দাউদ, আলবানী সহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২/৪৬২) হাদসিটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

২. বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়া: কনেনা এ দশদিনে তাকবীর দয়ো, আলহামদুলিল্লাহ পড়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ পড়া সুন্নত। মসজদি, বাড়িঘরে ও সবস্থানে উচ্চস্বরে এগুলো পড়া। এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত পালন করা হয় ও আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

এগুলো পুরুষেরো প্রকাশ্যে পড়বে; আর নারীর গোপনে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদের কল্যাণেরে স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে। এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রযিকি হিসেবে দিয়েছেন তার উপর নরিদষ্টি দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে”[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] জমহুর আলমেরে মতে, ‘নরিদষ্টি দিনগুলো’ হচ্ছে- যলিহজ্জেরে দশদিন। দলিল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বরণতি উক্তি: “নরিদষ্টি দিনগুলো হচ্ছে- যলিহজ্জেরে দশদিন।” ইবনে উমর (রাঃ) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণনা করনে, তিনি বলেন: “আল্লাহর কাছে এ দশদিনেরে চয়ে অধিক মহান ও আমল করার জন্য অধিক প্রিয় আর কোন দিন নই। সুতরাং তোমরা এ দিনগুলোতে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়া।”[মুসনাদে আহমাদ (৭/২২৪), আহমাদ শাকরে এ সনদটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

তাকবীর বলার পদ্ধতি হচ্ছে- ‘আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়ালাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ’; এ ছাড়াও আরও কিছু পদ্ধতি বরণতি আছে।

বর্তমানে মানুষ এ দিনগুলোতে তাকবীর দয়ের সুন্নত পালন করে না। বিশেষত যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দিকে আপনি খুবই কম সংখ্যক লোককে তাকবীর দতি শুনবেন। অতএব, এ সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করতে ও গাফলেদেরকে স্মরণ করিয়ে দতি উচ্চস্বরে তাকবীর দয়ো বাঞ্ছনীয়। ইবনে উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত আছে যে, যলিহজ্জেরে দশদিনে তাঁরা দুইজন বাজারে গিয়ে তাকবীর দতিনে এবং তাঁদের তাকবীর শুনলে লোকেরো তাকবীর দতি। অর্থাৎ লোকদের তাকবীরেরে



কথা স্মরণ হত; তখন প্রত্যেকে নিজেকে নিজের তাকবীর দিত। এর দ্বারা দলবদ্ধভাবে একই সুরে তাকবীর দয়্যো উদ্দেশ্যে নয়; কেননা সটো শরয়িতসম্মত নয়।

কোন বস্মিত সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করা ও এতে প্রভূত সওয়াব থাকার দলিল হচ্ছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর মৃতপ্রায় কোন সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করবে সে ব্যক্তি ঐ সুন্নতটির উপর আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে; কিন্তু, আমলকারীর সওয়াব থেকে কোন কিছু কমানো হবে না।” [সুনানে তরিমযি (৭/৪৪৩); অন্যান্য হাদিসের কারণে এটি ‘হাসান’ হাদিস]

৩. এ দিনগুলোতে হজ্জ ও উমরা পালন করা: এ দিনগুলোতে সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছো- বায়তুল্লাহ- হারামের হজ্জ আদায় করা। আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে হজ্জ আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন সে ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে সে হজ্জ আদায় করে তাহলে সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে বর্ণিত প্রতদিনের অংশীদার হবে: “মাবরুর হজ্জের প্রতদিন জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়”।

৪. কেরবানী করা: এ দশদিনের নকে আমলের মধ্যে রয়েছে- কেরবানীর পশুকে মটোতাজা করা, হুটপুট করা ও জবাই করা এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য হাসলি করা।

অতএব, আসুন যাই দিন অবহলোকারী আফসোস করবে সেই দিনের পূর্বে এবং যাই দিন সে দুনিয়ায় ফরিতে আসার প্রার্থনা করবে; কিন্তু প্রার্থনা কবুল করা হবে না সেইদিনের পূর্বে আমরা এ মর্যাদাপূর্ণ দিনগুলোকে কাজে লাগাই।